ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৩৮ ● কলকাতা ● ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ফের কটাক্ষের শিকার দীপিকা — পৃঃ ৫

জনসনের জবাবে অবশেষে মুখ খুললেন ওয়ার্নার — পৃঃ ৬

নবান্নকে সময় বেঁধে দিলেন অভিষেক, ১ তারিখের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারে বার্ধক্য ভাতা দিতে হবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একুশের বিধানসভা ভোটের পর থেকে রাজ্য রাজনীতিতে একটা নতুন শব্দের প্রচলন হয়েছে। তা হল ডায়মন্ড হারবার মডেল। মোদ্দা বিষয়টা খুবই সহজ। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।যে ৭০ হাজার উপভোক্তা আগেই বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন জানিয়ে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৪৮ হাজার জনের নাম ইতিমধ্যে নতুন করে নথিভুক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পুরনো হিসাবের বাইরে আরও ৭২২১ জনের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে মহেশতলায় নতুন উপভোক্তার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সেখানে এখনও পর্যন্ত উপভোক্তার সংখ্যা বেড়েছে ২৪৯৬।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৭ টি বিধানসভা হল ফলতা, ডায়মন্ড হারবার, মহেশতলা, সাতগাছিয়া, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ ও বিষ্ণুপুর। অনেকের মতে, অভিষেক উদ্যোগ নেওয়ার পর রাজ্য সরকার আশা করা যায় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যেই টাকা রিলিজ করে দেবে। তা না করলে অভিষেক কোন তহবিল থেকে তাঁদের বার্ধক্য ভাতা দেবেন সেটাও কৌতূহলের বিষয়। সাংসদ এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে সেই

এরপর ৩ পাতায়

মেয়েদের পড়ান, ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেবেন না: মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমাজ এগোচ্ছে। মেয়েরাও পড়াশোনা করে সমস্ত পেশায় ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিচ্ছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায় থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা যে পুরোপুরি গেছে তেমনটা নয়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে। প্রশাসনিক নজরদারির এড়িয়ে মাঝেমধ্যেই সামনে আসে বাল্যবিবাহের খবর। সবুজসাথীর পাশাপাশি পড়ুয়াদের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য মেধাশ্রী প্রকল্পও চালু করে রাজ্য সরকার। চালু হয়েছে স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড। উচ্চশিক্ষার জন্য যেখান থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন পড়ুয়ারা। এছাড়াও মেয়েদের বিয়ের আগে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করার জন্য রয়েছে রাজ্যের রূপশ্রী প্রকল্পও। যাতে এককালীন ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এদিন মঞ্চে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীর থেকে আর্থিক সহায়তা নিতে হাজির হয়েছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুই সদ্য বিবাহিতা তরুণীও। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, '১৩ দিনের সদ্যজাতকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আবেদন করলে সকলেই এভাবে সরকারি সহায়তা পাবেন।'মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সরকারি অনুষ্ঠানে এই বাল্যবিবাহর বিরুদ্ধেই বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মেয়েদের অভিভাবকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, '১৮ বছরের আগে বিয়ে দেবেন কেন? পড়ান পড়ান, সরকার তো টাকা দিচ্ছে, পড়াবেন না কেন? আপনার এই মেয়েই একদিন আপনার অ্যাসেট হবে। ওকে পড়ান।'

মেয়েদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহমিশ্রিত বার্তা, 'কোনও কাজই ছোট নয়। জীবনে বড় হতে গেলে ছোট থেকেই শুরু করতে হয়। পড়াশোনাটা

এরপর ৩ পাতায়

লোকসভায় ঢুকে দুই বহিরাগতের 'রং বোমা', ত্রস্ত সাংসদেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভার গ্যালারি থেকে চেম্বারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুই যুবক। এই ঘটনায় সংসদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ওই দুই যুবক লোকসভায় ঢুকে 'রং বোমা' ছোড়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। তাঁদের আটক করা হয়েছে।লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন, "দু'জন গ্যালারি থেকে হঠাত ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের হাতে কিছু ছিল। হলুদ রঙের গ্যাস বেরোচ্ছিল তা থেকে। সাংসদেরাই তাঁদের ধরে ফেলেন। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা হামলাকারীদের ধরে বার করে আনেন। দুপুর ২টো পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করা হয়েছে। ২০০১ সালে সংসদ হামলার ঘটনায় যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, আজ তো তাঁদেরও মৃত্যুদিন। একই দিনে আবার সংসদের নিরাপত্তা ভঙ্গ করা হল।"২২ বছর আগে সংসদে হামলার স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে বুধবারের ঘটনা। এর আগে ২০০১ সালে এই ১৩ ডিসেম্বরেই সংসদে জঙ্গি হামলা হয়েছিল।বুধবার লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশন চলছিল। সভায় ওই সময়ে মালদহ উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বক্তৃতা করছিলেন। আচমকা দেখা যায়, দুই যুবক সভার মাঝে লাফিয়ে পড়েন। বেঞ্চের

এরপর ৩ পাতায়

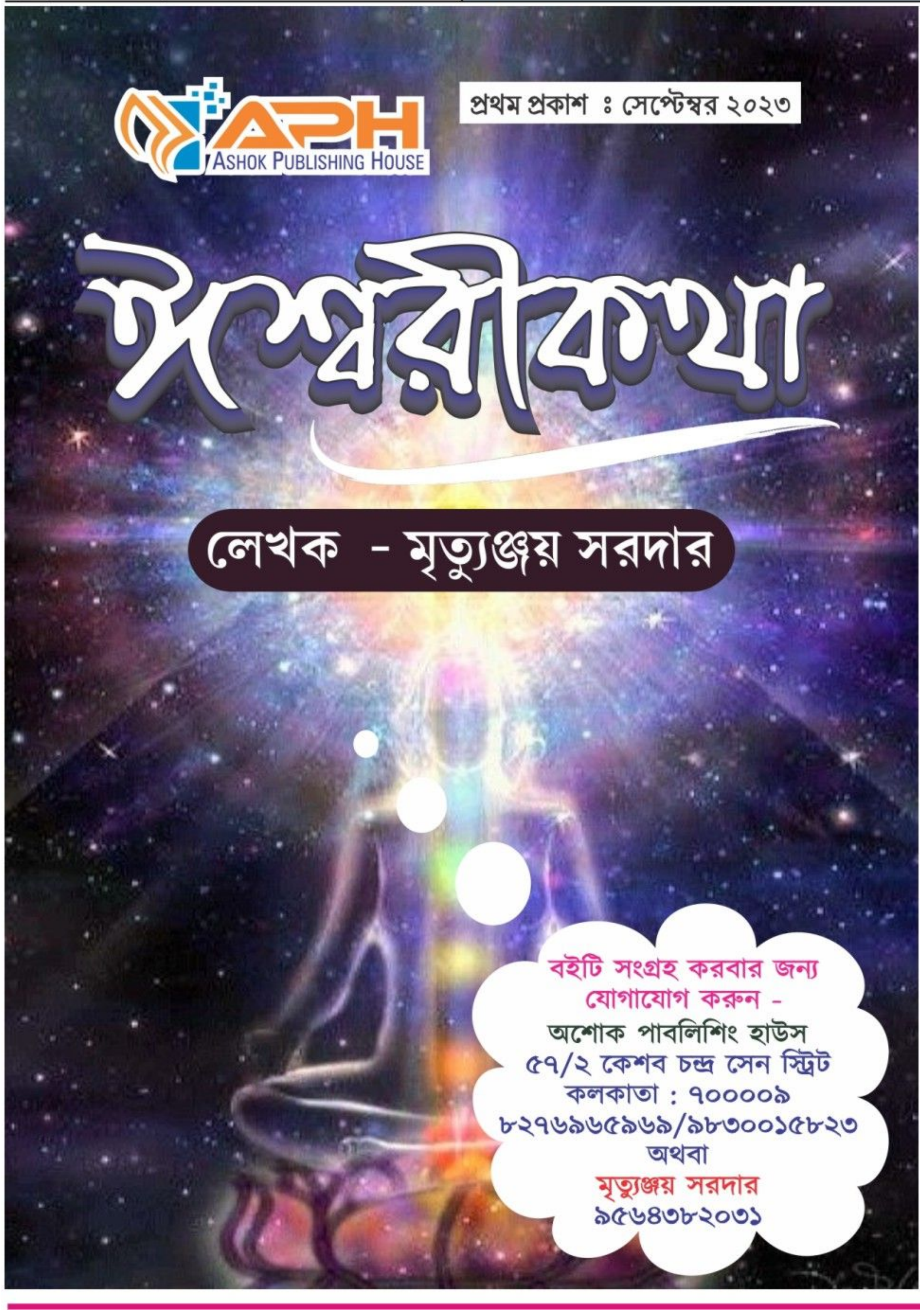

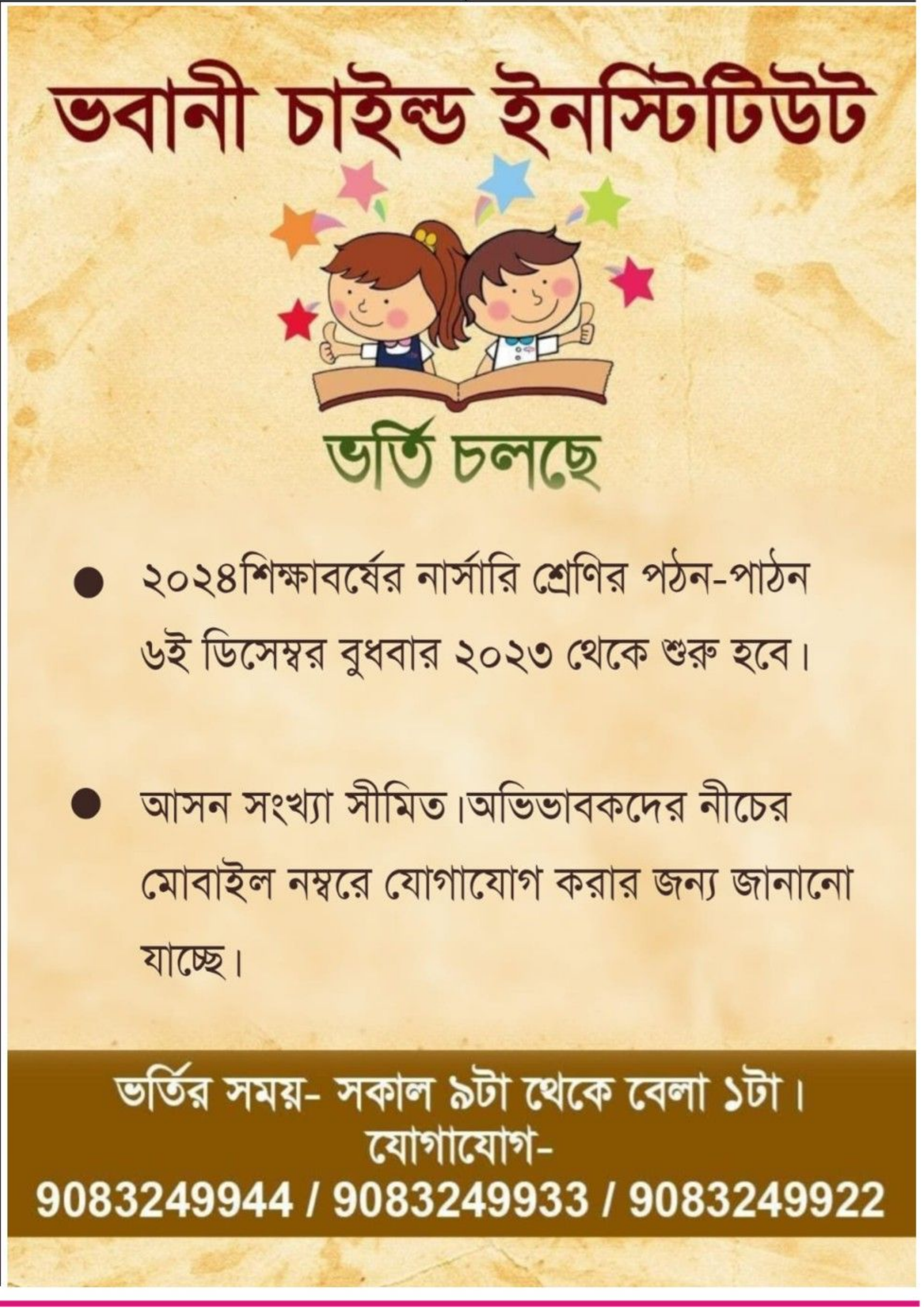

বিজেপি সাংসদের অফিস থেকে

অভিযুক্তদের দেওয়া হয় পাস! বহিষ্কারের দাবি তুলল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সংসদে নিরাপত্তার ফাঁক নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বুধবারের ঘটনা। আর এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে গেল এক বিজেপি সাংসদের নাম। ফলে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে আরও বেশি করে অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির।কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়াও বলেছেন, 'বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। যারা আজকে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তারা তাঁর পরিচিত হতে পারেন। তাদের যদি উনি নাই চেনেন, তাহলে পাস দিলেন কেন? ওঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য কোনও বিপদ ঘটলে সেটা তো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।' ধৃতদের মধ্যে একজন সিমহার সাংসদ এলাকার বাসিন্দা বলেই পুলিশ সূত্রে খবর।'জানা গিয়েছে, এ দিন সংসদে ভিজিটর্স গ্যালারি থেকে নীচে লাফ দিয়ে এবং প্রতিবাদ করে যে দুই যুবক গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁদের লোকসভায় প্রবেশের পাস দেওয়া হয়েছিল মাইসুরুর বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহার অফিস থেকে।

৪২ বছর বয়সি প্রতাপ সিমহা ২০১৪ সালের পর ২০১৯ সালেও মাইসুরু থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাক্তন সাংবাদিক সিমহা ২০০৭ সালে মোদির জীবনী নিয়ে একটি বই লিখেছিলেন।এই তথ্য সামনে আসার পরই বিজেপি সাংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেস তো মাইসুরুর বিজেপি সাংসদের বহিষ্কার দাবি করেছে।

তবে এই ঘটনার পরই মাইসুরুর বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সিমহা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর সঙ্গে দেখা করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

বিজেপি সাংসদের বহিষ্কারের দাবি তুলে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'আজকে যারা আক্রমণ করল তারা তো সাংসদ নন। নিরাপত্তার বেষ্টনী ভেঙে কী করে সংসদে ঢুকে পড়লেন এঁরা? বিজেপি সাংসদ প্রবেশ করার জন্য এদের পাস দিলেন। জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হল। এই বিজেপি সাংসদকে বহিষ্কার করা হবে? দল ও লোকসভা উভয়েই বলবে। যেখানে আইন প্রণয়ন হয় সেখানেই এই অবস্থা। আমাদের এই উত্তর চাই, বহিষ্কার হবে কিনা? তৃণমূল কংগ্রেস মানে ধরো ধরো। আর অন্যক্ষেত্রে দেখব না এটা হবে না।'

বসতভিটেতে প্রোমোটিঙের বিরোধিতা করে

নিখোঁজ বৃদ্ধ, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ছেলে

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর: স্টাফ রির্পোটার : পৈতৃক ভিটেতে স্থানীয় ক্লাবের ছেলেদের প্রোমোটিং করতে বাধা দেওয়ায় মারধর খেতে হয়েছিল ।মামলাটি বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চে উঠলে আইনজীবী ইন্দ্রজিত রায়চৌধুরী জানান, ২৯ অক্টোবর থেকে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ । তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত । ফলে তাঁকে বেশিদিন আটকে রাখলেও তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যাবেন । তাঁকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে বা মেরে ফেলা হয়েছে ।

রাজ্য জানায়, মামলা দায়ের হওয়ার পর ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে কিডন্যাপের মামলা শুরু করে তদন্ত চলছে । কিছুদিন সময় দিলে দ্রুত ওই ব্যক্তিকে খুঁড়ে বের করা সম্ভব হবে । ডিভিশন বেঞ্চ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনায় পুলিশ কী তদন্ত করেছে সমস্ত কেস ডায়েরি-সহ অন্যান্য নথি আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছে ।অবশেষে বাড়ি থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেলেন বারুইপুরের এক বৃদ্ধ । পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ছেলে ।বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ চার সপ্তাহের মধ্যে পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে ।

আদালত সূত্রে জানা যাচ্ছে, বারুইপুরের বাসিন্দা গোপাল সর্দার জন্মসূত্রেই পৈতৃক

এরপর ৩ পাতায়

বাম কাঁধে বসল টাইটেনিয়াম প্লেট,

আড়াই ঘণ্টার সফল অস্ত্রোপচার মদন মিত্রের

কলকাতা, ১৩ ডিসেম্বর: স্টাফ রির্পোটার : সফলভাবেই কাঁধের অস্ত্রপচার শেষ হল কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের। অস্ত্রোপ্রচারের পর বর্তমানে তাঁকে রাখা হয়েছে পর্যবেক্ষণে। বুধবার সকাল ১০টার সময় ট্রমা কেয়ার বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় বিধায়ক মদন মিত্রকে। সেখানে অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান চিকিৎসক মুকুল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাম কাঁধে অস্ত্রপ্রচার হয় তাঁর। সকাল ১১টার সময় শুরু হয় অস্ত্রোপ্রচার, যা শেষ হয় দেড়টা নাগাদ। বাম কাঁধে তাঁর টাইটেনিয়াম প্লেট বসানো হয়েছে বলে এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে খবর। শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে কার্ডিয়োলজিস্ট, নেফ্রলজিস্ট-সহ মোট ১০ জন চিকিৎসকের একটি মেডিকেল বোর্ড কামারহাটি বিধায়কের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছেন। স্যাচুরেশন কম থাকায় তাঁকে অক্সিজেন দেওয়া হয়। পাশাপাশি স্পাইনাল কর্ডের সিটি স্ক্যান করা হয়েছে। সেই সবকিছু দেখেই অস্ত্রোপ্রচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও প্রায় আড়াই ঘন্টা তাঁকে ট্রমা কেয়ার বিভাগেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তারপর সেখান থেকে বের করে এবার পর্যবেক্ষণ রুমে বেশ কিছুক্ষণ তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখেন চিকিৎসকেরা। গত ৪ ডিসেম্বর প্রবল শ্বাসকষ্ট, জ্বর নিয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। উডবার্ন ওয়ার্ডে চিকিৎসক অতনু পালের নেতৃত্বে ভর্তি হন তিনি। প্রবল কাশি ও শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা ছিল তাঁর। ভর্তির দু'দিন পরে মাঝরাতে আচমকাই খিচুনি ওঠায় তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে। পরবর্তীতে একাধিক টেস্ট করে দেখা যায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন মদন মিত্র। কিন্তু বারবার শরীরে ভীষণ ঝাঁকুনি শুরু হয় তৃণমূল বিধায়কের। সেই ঝাঁকুনির জেরে বাম কাঁধের হাড় ভেঙে যায় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

প্রতিবেশীর হাতেই 'ধর্ষিত' মহিলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আচমকা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন গাইঘাটার বছর উনচল্লিশের এক বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা। হাসপাতালে নিয়ে যেতেই চোখ কপালে উঠল তাঁর পরিবারের সদস্যদের। ডাক্তাররা জানিয়ে দিলেন তিনি গর্ভবতী। ৬ থেকে ৭ মাস আসে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন। কিন্তু, কীভাবে? ডাক্তারদের মুখে ওই কথা শোনার পর এই প্রশ্নটাই ঘোরাফেরা করতে থাকে ওই মহিলার পরিবারের সদস্যদের মনে।ঘটনায় নির্যাতিতার দিদি বলেন, "আমাদের পাড়ার ছেলেই এটা করেছে। আমার বোন তো নামটা জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, কবে ঘটেছে আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু, বর্তমানে ওর পেটটা ফুলতেই আমাদের সন্দেহ হয়। তারপরই ডাক্তারের কাছে যাই। সেখানে পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার পর ডাক্তার জানায় ও গর্ভবতী। তারপরই ওই ছেলেটার নামে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।"ভাল করে জিজ্ঞাস করেই পর্দা ফাঁস রহস্যের। মহিলার অভিযোগ, ভয় দেখিয়ে তাঁকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে তাঁরই এক প্রতিবেশী। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনা ঘটেছে গাইঘাটা থানা এলাকায়। ঘটনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই তা নিয়ে শুরু হয়েছে শোরগোল।

নির্যাতিতার মুখে সবটা শোনার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই ওই প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিনি আবার নির্যাতিতার ঠিক বাড়ির পাশেই থাকেন বলে জানা যাচ্ছে। এদিনই ধৃতকে নগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে।

গাজীপুরের রেল দুর্ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, জড়িতদের

গ্রেফতার ও বিচার দাবি সেভ দ্য রোড-এর

শান্তা ফারজানা : নিউজ সারাদিন : গাজীপুরের রেল দূর্ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত, জড়িতদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেছে আকাশ-সড়ক-রেল ও নৌপথ দুর্ঘটনামুক্ত করার লক্ষ্যে সচেতনতা-স্বেচ্ছাসেবি ও গবেষণা সংগঠন সেভ দ্য রোড। ১৩ ডিসেম্বর সেভ দ্য রোড-এর চেয়ারম্যান জেড এম কামরুল আনাম, মহাসচিব শান্তা ফারজানা, প্রতিষ্ঠাতা মোমিন মেহেদী, ভাইস চেয়ারম্যান আইয়ুব রানা, বিকাশ রায়, জিয়াউর রহমান জিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক মহিদুল মল্লিক প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদেরকে ক্ষতিপূরণ দেয়ারও দাবি জানানো হয়। সেভ দ্য রোড-এর পক্ষ থেকে আরো দাবি জানানো হয়, অনতিবিলম্বে বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশকে আরো জনবল সম্পন্ন ও দায়িত্বশীল করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

শীতঘুমে বাড়ির সদস্যরা,

ভোরে দেখলেন উঠোনে ১০-১২টা ঝলসে যাওয়া শরীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শীতের ভোর। লেপ কম্বলে মুড়ে ঘুমোচ্ছে গোটা পাড়া। ঘুমাচ্ছিলেন সেই বাড়ির লোকও। আচমকাই বাড়ির পোষ্যগুলো তারস্বরে চিতকার করতে শুরু করে। সেই চিৎকার আর্তনাদ। বুক ফাটা সেই আর্তনাদেই ঘুম ভেঙেছিল বাড়ির সদস্যদের। আর যতক্ষণে তাঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, জ্যান্ত দগ্ধ হয়েছে পোষ্যদের অনেক। বাড়ি মালিকের দাবি, তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, বসিরহাট থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছনোর আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোয়ালঘরটি। তবে গ্রামবাসীদের ততপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় ছয়আঁনি গ্রামের একাধিক বাড়ি। ঘটনাস্থলে গিয়ে মিনাখাঁ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকলকর্মীরা। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। তবে এর পিছনে গ্রাম্য কোনও অন্তর্ঘাত অর্থাত কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন লাগিয়েছেন কিনা, সেটাও তদন্ত সাপেক্ষ। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বসিরহাট থানার পুলিশ।

ভোররাতে আগুনে পুড়ে ছাই গোয়ালঘর। মৃত একাধিক গবাদি পশু। ক্ষতি কয়েক লক্ষ টাকা। বসিরহাটের মিনাখাঁ থানার মিনাখাঁ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় আনি গ্রামের ঘটনা।

বুধবার ভোর রাতে মনিরুল মোল্লার বাড়ির গোয়ালঘরে আগুন লাগে। বাড়ির সদস্যরা প্রথমে বিষয়টি দেখতে পাননি। পোষ্যদের চিতকারেই ঘুম ভাঙে তাঁদের ও পাড়া প্রতিবেশীদের। দাউ দাউ করে তখন জ্বলছিল গোয়ালঘরে। বাড়ি-পুকুর থেকে বালতি, গামলা করে জল এনে ঢালা শুরু হয়।

কিন্তু কোনওভাবেই গোয়ালঘরের ভিতর ঢোকা সম্ভব হয়নি। পোষ্যদের জ্যান্ত চোখের সামনে জ্বলে ছাই হতে দেখেছেন বাড়ির মালিক। যতক্ষণে আগুন নেভানো সম্ভব হয়, গোয়াল ঘরের আশি শতাংশই পুড়ে যায়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

মেয়েদের পড়ান, ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেবেন না: মুখ্যমন্ত্রী

চালিয়ে যেতে হবে। দিদি তোমাদের পাশে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'খারাপ কথা বললে পজেটিভ ভাইব্রেশন নষ্ট হয়। তাই সব সময় পজেটিভ থাকতে হবে।'রাজ্যে পালাবদলের পর থেকেই বাল্যবিবাহ রোধে ততপর হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামেগঞ্জে যানবাহনের অভাবে স্কুল ছাড়ত অনেক পড়ুয়াই। তাদের কথা ভেবেই চালু করেছিলেন 'সবুজ সাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পে সাইকেল পেয়ে স্কুলে যাওয়া সহজ হয়। মঙ্গলবার থেকে চলতি বছরের সাইকেল বিলির অনুষ্ঠান শুরু হল। এবার ৭ হাজার ৭৭৬টি স্কুল ও মাদ্রাসার নবম শ্রেণির পড়ুয়া ১২ লক্ষ ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রীকে সাইকেল দিচ্ছে সরকার। ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সমস্ত পড়ুয়ার কাছে পৌঁছে যাবে সাইকেল।

১-ম পাতার পর

লোকসভায় ঢুকে দুই বহিরাগতের 'রং বোমা', ত্রস্ত সাংসদেরা

উপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন তাঁরা। সাংসদেরাও আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, হামলাকারীরা হলুদ রঙের গ্যাস জাতীয় পদার্থ সভায় ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। এক বেঞ্চ থেকে অন্য বেঞ্চে লাফিয়ে লাফিয়ে ধোঁয়া ছড়াচ্ছিলেন তাঁরা। সেগুলিকে 'রং বোমা' বলে দাবি করা হচ্ছে। গ্যাস দেখে সভায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ওই ধোঁয়া বিষাক্ত হতে পারে, সেই আতঙ্কে ত্রস্ত হয়ে পড়েন সাংসদেরা। হামলাকারীরা স্লোগান দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। দুই সাংসদ দ্রুত তাঁদের ধরে ফেলেন এবং নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে তুলে দেন। ধরা পড়ে যাওয়ার পরেও হামলাকারীদের স্লোগান দিতে দিতে সভা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়।কী স্লোগান দিচ্ছিলেন হামলাকারীরা? দুই যুবক চিতকার করে বলছিলেন, 'একনায়কতন্ত্র চলবে না'। লোকসভার পরিবহণ ভবনের সামনে থেকে আরও দু'জনকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে এক জন মহিলাও ছিলেন। তাঁরাও একই ধরনের স্লোগান দিচ্ছিলেন।

১-ম পাতার পর

নবান্নকে সময় বেঁধে দিলেন অভিষেক, ১ তারিখের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারে বার্ধক্য ভাতা দিতে হবে

টাকা দেওয়া যায় কিনা সেও প্রশ্ন।অভিষেক তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটার ও উপভোক্তাদের পরিষেবা পাইয়ে দিয়ে স্থানীয় পুলিশ ও প্রশাসনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করছেন। কখনও তা কোভিডের টীকাকরণ, কখনও বা পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা, কখনও বা জরুরি ভিত্তিতে নদী ভাঙনের মেরামত ইত্যাদি।

এবার লোকসভা ভোটের আগে ডায়মন্ড হারবারে নতুন অভিযানে নেমেছেন অভিষেক ও তাঁর টিম। লোকসভা কেন্দ্রের আওতায় গরিব বরিষ্ঠ নাগরিকদের খুঁজে বের করে তাঁদের বার্ধক্য পেনশন নিশ্চিত করতে নেমেছেন স্থানীয় সাংসদ। সেই সূত্রেই নবান্নকে পষ্টাপষ্টি অভিষেক জানিয়ে দিয়েছেন, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা এলাকায় বার্ধক্য পেনশনের টাকা রিলিজ করতে হবে। প্রশ্ন হল, ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকার টাকা রিলিজ না করলে কী হবে? অভিষেকের ঘনিষ্ঠ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, সরকার টাকা না দিলে ১ জানুয়ারি থেকে বার্ধক্য পেনশনের টাকা দেওয়ার নিজেই বন্দোবস্ত করবেন সাংসদ। অভিষেকের ঘনিষ্ঠ সূত্রে এও দাবি, আগে তাঁদের হিসাব ছিল মোটামুটি ভাবে ৭০ হাজার বরিষ্ঠ নাগরিককে বার্ধক্য পেনশন দিতে হবে। ২০৩টি ক্যাম্প বা শিবির তৈরি করে রাজ্য সরকারের থেকে ভাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, যোগ্য উপভোক্তাদের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাপিয়ে যাবে। তাই ডায়মন্ড হারবার এলাকার প্রতিটি ব্লক ও বুথ ধরে ধরে সাংসদের স্বেচ্ছা সেবকরা নতুন করে সমীক্ষা করতে নেমেছেন। যোগ্য উপভোক্তা যাতে একজনও বাদ না যায় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে।

বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে

উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ১৫ নভেম্বর 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র সূচনা করেছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আইইসি ভ্যানে উন্নয়নের বিভিন্ন বার্তা যেমন প্রচার করা হচ্ছে, পাশাপাশি যেখানে এই ভ্যান পৌঁছচ্ছে, সেই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা ছাড়াও যক্ষ্মা, উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো অসুখ রয়েছে কিনা, সে সংক্রান্ত পরীক্ষানিরীক্ষাও করা হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৬৩ লক্ষ মানুষ এই স্বাস্থ্য শিবিরের সুফল লাভ করেছেন। ২৬,৭৫২টি গ্রাম পঞ্চায়েতে (১২ ডিসেম্বরের হিসেব অনুসারে) যোগ্য নাগরিকদের কাছে প্রত্যেকের কাছেই আয়ুষ্মান কার্ড পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'য় যে উদ্যোগগুলি নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল - আয়ুষ্মান ভারত-পিএম জন-আরোগ্য যোজনা কার্ডের নিবন্ধীকরণ :

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের কাছে আয়ুষ্মান অ্যাপ এবং কার্ড পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ১২ ডিসেম্বর প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী, বিভিন্ন শিবিরে ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার আয়ুষ্মান কার্ড সুবিধাপ্রাপকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শিবিরে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার নাগরিক এই কার্ডের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা পরিষেবা পেয়েছেন।

যক্ষ্মা শনাক্তকরণ :

'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র জন্য যেসব স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, সেখানে যক্ষ্মা রোগের শণাক্তকরণের পরীক্ষাও হয়েছে। যাঁদের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়েছে, তাঁদের আরও ভালো চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এ ধরনের শিবির থেকে ২৬ লক্ষ ৪১ হাজারের শরীরে যক্ষ্মা ধরা পড়েছে। এছাড়াও, 'প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মামুক্ত ভারত অভিযান'-এর আওতায় যক্ষ্মা রোগীরা 'নিক্ষয় মিত্র'দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পাচ্ছেন। 'নিক্ষয় পোষণ যোজনা'র আওতায় তাঁদের প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। সিকল সেল ডিজিজের শনাক্তকরণ :

স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে সিকল সেল ডিজিজে কেউ আক্রান্ত কিনা, সে সংক্রান্ত শনাক্তকরণের কাজও করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই শিবিরগুলিতে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ১২ হাজার নাগরিকের দেহে এই অসুখ শনাক্ত করা গেছে।

সংক্রামিত নয়, এ ধরনের ব্যাধির শনাক্তকরণ :

স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে উচ্চ রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসের মতো নীরব ঘাতক রোগেরও শনাক্তকরণ করা হয়েছে। যাঁদের বয়স ৩০ কিংবা তার বেশি, তাঁদের এই পরীক্ষা করা হয়েছে। যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায়

ডঃ মোহন যাদব এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শ্রী জগদীশ দেওড়া এবং রাজেন্দ্র শুক্লাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় ডঃ মোহন যাদব এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করায় শ্রী জগদীশ দেওড়া এবং রাজেন্দ্র শুক্লাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন :

"দেশের হৃদয়স্থলে থাকা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ গ্রহণ করার জন্য ডঃ মোহন যাদবজি এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেওড়াজি এবং রাজেন্দ্র শুক্লাজিকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের নেতৃত্বে এই রাজ্যে ডবল ইঞ্জিন সরকার দ্বিগুণ বেগে কাজ করবে এবং উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে আমি মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমার পরিবারের সকল সদস্যকে এ বিষয়ে নিশ্চিত আশ্বাস প্রদান করছি যে, বিজেপি সরকার আপনাদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তোলার জন্য সব ধরনের উদ্যোগ নেবে।"

গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ডিজিটাইজেশন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশে ২,৬৯,০৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ২,২৬,০৬৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে কম্পিউটার বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। পঞ্চায়েত রাজ্য তালিকার অন্তর্গত। তাই, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কম্পিউটার দেওয়া রাজ্যগুলির দায়িত্ব। তবে, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান-এর আওতায় ২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতে কম্পিউটার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের এ সংক্রান্ত বরাদ্দ করা এক তহবিলের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের স্বশাসিত সংস্থাগুলিতে কম্পিউটার-চালিত ব্যবস্থাপনা শুরু করার সংস্থান রয়েছে। টেলিযোগাযোগ দপ্তর দেশের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারত নেট প্রকল্পের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড সংযোগ গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে। আজ পর্যন্ত ২ লক্ষ ১২ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েতে ভারত নেট-এর মাধ্যমে ব্রডব্যাঙ্ক সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২০২১-এর ৩০ জুনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দেশের প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। দেশের ২,১২,১০১টি গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে গেছে, যার মধ্যে ৬১,২৪১টি গ্রামের বাসিন্দারা পরিষেবা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২,৯০৯টি গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই ১,৯০৪টি গ্রামে এই পরিষেবা ব্যবহার করা যাচ্ছে। ত্রিপুরায় ৭৭১টি গ্রামে এবং আসামে ১,৬৪০টি গ্রামে ব্রডব্যান্ড সংযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্য দুটিতে যথাক্রমে ৩৪৫টি এবং ৪৮৬টি গ্রামের মানুষ এই পরিষেবার সুযোগ পাচ্ছেন। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৮১টি গ্রামে এই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৬১টি গ্রামের মানুষ ব্রডব্যান্ডের সুবিধা কাজে লাগাতে পারছেন।

২০০১-এ সংসদ হামলায় শহীদ নিরাপত্তা রক্ষীদের

স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০০১-এ সংসদ হামলায় শহীদ নিরাপত্তা রক্ষীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; "আজ আমরা স্মরণ করছি সেই বীর নিরাপত্তা রক্ষীদের যাঁরা ২০০১ সালে সংসদ হামলায় শহীদ হয়েছিলেন। বিপদের মুখে তাঁদের সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ, দেশের মানুষের মনে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

২ পাতার পর

বসতভিটেতে প্রোমোটিঙের বিরোধিতা করে নিখোঁজ বৃদ্ধ, হাইকোর্টের দ্বারস্থ ছেলে

ভিটেতে থাকেন । স্নায়ুরোগ-সহ নানা শারীরিক রোগে আক্রান্ত তিনি । বাড়ির পাশেই সালেপুর যুববৃন্দ সংঘ নামে একটি ক্লাব রয়েছে । ক্লাবের সদস্যরা গোপাল সর্দারের বসতবাটির জায়গায় প্রোমোটিং করতে উৎসাহী বলে তাঁকে জানান । কিন্তু তিনি তাতে রাজি না থাকায় জোর করে তাঁর পৈতৃক ভিটে দখল করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ । আরও অভিযোগ, প্রোমোটিঙে বাধা দিলে গোপাল সর্দার ও তাঁর পুত্র বাবাই সর্দারকে বেধড়ক মারধরও করা হয় ।

এ বিষয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাধ্য হয়ে হাইকোর্টে মামলা করেন গোপাল সর্দারের পুত্র বাবাই সর্দার । তাঁর অভিযোগ, আদালতে মামলা করার পর তাঁদের পরিবারের উপর আরও চোটপাট শুরু হয় । নানারকম ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া চলে । এবং তাঁদের মামলা তুলে নিতে চাপ সৃষ্টি করা হয় ।

চলতি বছরের ২৯ অক্টোবর হঠাত করে গোপাল সর্দার নিখোঁজ হয়ে যান । ৩০ অক্টোবর বাবাই সর্দার স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিন নভেম্বর ফের অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । তাঁর বাবাকে হয় অপহরণ করা হয়েছে অথবা নয়তো মেরে ফেলা হয়েছে বলে আশংকা করছেন তিনি । বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছেও ১৭ নভেম্বর অভিযোগ দায়ের করেন তিনি । কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি ।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৩৮ সংখ্যা ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দুয়ারে সরকারে 'জাতিগত শংসাপত্র' নিয়ে মানতে হবে এই নিয়ম, বড় নির্দেশ নবান্নের

উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। আর এবার দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে বিশেষ নির্দেশ নবান্নের। বুধবার বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও বিভিন্ন দফতরের সচিবদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন মুখ্য সচিব বলে নবান্ন সূত্রে খবর।নবান্ন সূত্রে খবর এদিনের বৈঠকে মুখ্য সচিব নির্দেশ দেন যে সব আদিবাসীদের জাতিগত শংসাপত্র নেই তাদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে হবে। যাতে তারা কোনও ভাবেই বঞ্চিত না হন। পাশাপাশি দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে পুলিশকেও বিশেষ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব।বৈঠকে জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে নিয়ম মানার নির্দেশ দেন জেলাগুলিকে। জাতিগত শংসাপত্র বা কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে কেন্দ্রের নিয়ম মেনেই করতে হবে। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে তার জন্য বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হবে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জাতিগত শংসাপত্র ভুয়ো সার্টিফিকেট হচ্ছে বলেও নজরে আনেন।

তারপরেই এদিন বিভিন্ন জেলাগুলির সঙ্গে মুখ্য সচিবের বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজ্যজুড়ে আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দুয়ারে সরকার। এবছর মোট ৩৬টি পরিষেবা দেওয়া হবে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে। যার মধ্যে আরও একটি নতুন পরিষেবা যুক্ত হয়েছে। হর্টিকালচার বিভাগ বা উদ্যান পালন দফতরের আরও একটি প্রকল্প এবারের দুয়ারে সরকারে ক্যাম্পে যোগ হয়েছে বলেই নবান্ন সূত্রে খবর।এদিন বিভিন্ন জেলাগুলির সঙ্গে বৈঠকে মুখ্য সচিব নির্দেশ দেন জাতীয় প্রান্তিক অঞ্চল ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প বিশেষ ভাবে নজরে দেওয়া হয়। প্রয়োজনে মোবাইল ক্যাম্প বাড়ানোর নির্দেশ দেন মুখ্য সচিব।

পাশাপাশি দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পে যাতে কোনও রকম আবেদনপত্র জেরক্স করে বিলি না করা হয় তা নিয়েও জেলাশাসকদের সতর্ক করেন মুখ্যসচিব। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে অর্থাত ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এবারে দুয়ারে সরকারের পরিষেবা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, এবারের সরকারের ক্যাম্পে স্বাস্থ্য বিষয়ক কয়েকটি ক্যাম্প করা হবে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(সপ্তদশ পর্ব)

রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না।

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

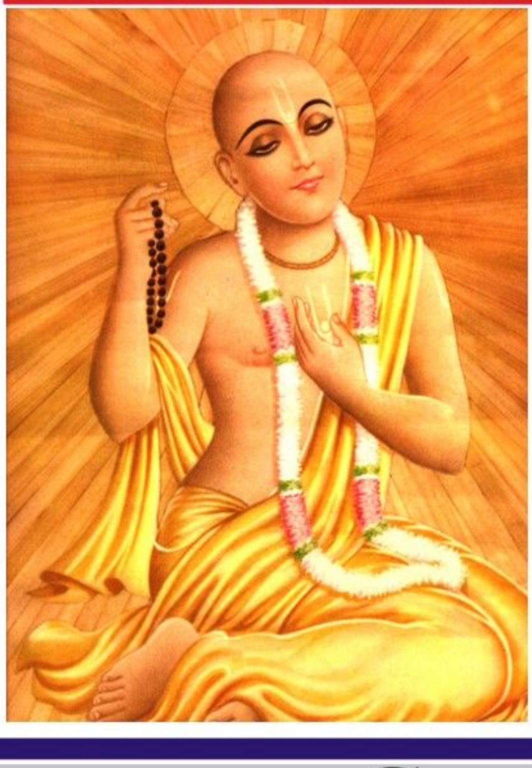

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পরিষেশে অসংকোচে বলা যায়, শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্যের যবনিকা সম্পূর্ণ উন্মোচিত করার মতো নিশ্চিন্ত কোনও তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি আজও। এ আলোচনায় উদ্দেশ্য হল অন্তর্ধানের পিছনে অপরাধমুলক ক্রিয়াকাণ্ডের সম্ভাব্যতা বিচার করা। ত ৎকালীন সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তা আদৌ অসম্ভব ছিল না।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

পারি সংস্কৃত সেই শক্তির মাধ্যমে। তাই চিতী সংজ্ঞানে এই ধাতু হইতে 'চিৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'য়শ্চেতিতি চেতয়তি' সংজ্ঞাপয়তি সর্বানসজ্জনানয়োগিনস'চ্চিৎ পরং ব্রহ্ম'তিনি চেতন স্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন এবং যিনি সত্যাসত্যের জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম 'চিৎ'। এই তিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ' বলে।

একথা ঠিক গীতার ৪ অধ্যায় এর ৭ শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণ বলে গেছেন বলে অবতারের পক্ষে অনেক ওকালতি করেন। কিন্তু অবতার শব্দটি সেখানে নেই। তাই আমাদের বাংলাদেশের উর্বর পলিমাটিতে অবতারের ঢেউ লেঘে গেছে। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণকারী মহাত্মা বা বীর পুরুষেরা সকল অন্যায়কে দমন করতে বিদ্রোহ করেন এবং মানব সমাজকে সুন্দর পথে পরিচালিত করেন। এই সকল আদর্শ মানুষেরা পূর্ণ ভগবান, অবতার বা ভগবানের অংশ কোন ক্রমেই নহেন। প্রত্যেকেই যদি তদীয় গুরুকে অবতার আখ্যা দেন, তবে অবতারের গুরুত্ব অবশ্যই থাকে না, আবার সনাতন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ অবতারকে স্বীকার করে না, সেখানে মৎসৃষ্ট অবতার নিয়ে লাফালাফি করাও সঠিক নয়।সর্বশেষে এটাও মনে রাখা উচিত যে বা যিনি কাউকে অবতার বলে সিদ্ধান্ত করবেন, তার নিজের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করা প্রয়োজন। কারন সমান সমান জ্ঞানী না হলে তিনি অপরকে চিনতে পারেন না। একজন স্কুলের ছাত্র যেমন কোন কলেজের এম, এ ক্লাসের ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারেন না, সেইরূপ যে ব্যক্তি অবতার হননি, তার পক্ষে অপর কাউকে অবতার বলে আখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং কাউকে অবতার বলতে হলে যিনি অবতার বলেছেন, তিনি অবতার হয়েছেন কিনা পূর্বে তাই জানা দরকার।আবার যিনি বলেছেন তাকে অবতার বলে প্রমাণ করবার জন্য অপর একজন তৃতীয় ব্যক্তিরও প্রয়োজন। এভাবে অবতারত্ব অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। পবিত্র বেদ, উপনিষদ এবং বৈদিক গ্রন্থে অবতারবাদের কোন প্রমাণ নেই, এটা সকল সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের জ্ঞান করা একান্ত উচিত। সেই লক্ষ্যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের শেষে কলিযুগের আগমন। এভাবে ঘড়ির কাঁটার মতো এ চার যুগ অনাদিকাল ধরে পালাক্রমে আবর্তিত হয়ে আসছে। বর্তমানে আমরা বৈবস্বত মনুর আয়ুষ্কালে অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের শেষে যে দ্বাপরযুগ তার পরবর্তী কলিযুগে অবস্থান করছি। এ চার যুগে ভগবান তাঁর বিভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়ে লীলাবিলাস করছেন। ভগবানের ছয়প্রকার অবতার, তার মধ্যে একটি হচ্ছে লীলাবতার। লীলা অবতার গণের মধ্যে কল্কি অবতার অন্যতম। চার যুগ অন্তর অন্তর কল্কি অবতার কলিযুগের শেষে এবং পুনরায় সত্যযুগের প্রারম্ভে আবির্ভুত হন। এরই ধারাবাহিকতায় এই কলিযুগেও কল্কি অবতার যথাসময়ে আবির্ভূত হবেন, তাই শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি ভগবানের অবতার হওয়ার প্রতিযোগিতা চলছে। ভগবানের অবতরণের সুযোগ নিয়ে অনেকেই অবতার হতে চাচ্ছেন বা তার অনুগামীরা তাদের অবতার বলে প্রতিপন্ন করছেন। শাস্ত্রে ভগবদ অবতারের যেসব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে তা না থাকা সত্ত্বেও জনগণের অজ্ঞতার দরুন তারা সমাজে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এখানে-সেখানে যত্রতত্র শোনা যাচ্ছে-অমুক নাকি ভগবানের অবতার। আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছি। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে আবার পৃথিবীতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু যেহেতু কল্কি অবতার এখনো আবির্ভূত হননি, তাই এই অবতার নিয়ে চলছে নানারকম কল্পনাবিলাস। ভুরি ভুরি ভুঁইফোড় ব্যক্তি কল্কি অবতার নামে আত্মপ্রকাশ করছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুগামীরা তাদের দল ভারি করার জন্য বিভিন্ন রূপক ও কাল্পনিক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় প্রশাণের অপব্যাখ্যা করছে।নামে-বেনামে বিভিন্ন বই ছাপিয়ে কল্কি অবতার সম্বন্ধে মানুষকে ভুল তথ্য প্রদান করছে। আর তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ছে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ। যখনই কেউ বলছেন, "তিনি ভগবানের অবতার"-সাধারণ মানুষ এর সত্যতা বিচার না করেই তার পেছনেই ছুটছে। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। ভারচুয়াল কমিউনিকেশন এবং দ্রুত কোনো সংবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির জুড়ি নেই। ব্লগিং চ্যাটিং-এ নানা বিষয় নিয়ে চলে তমুল তর্ক-বিতর্ক। ব্লগ এবং গণমাধ্যমগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যেমন চর্চা হয়, ঠিক তেমনি চর্চা হয় ধর্মীয় বিষয় নিয়েও। ধর্মীয় যেসব বিষয় নিয়ে এসকল গণমাধ্যমগুলোতে চর্চা হয়, তার মধ্যে কল্কি অবতার অন্যতম। অন্যদিকে আমরা সকলেই জানি ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এর উদাহরণ আমরা পুরাণ কাহিনী সূত্রে জেনেছি যেমন রাধা ও কৃষ্ণ লীলা। আজকে জানবো কি ভাবে ভগবানকে ভক্তি ভরে ডাকলে ভগবানের সাক্ষাত পাওয়া যায়। ভক্ত সুরদাস জন্ম থেকেই অন্ধ। তার দেখা শোনার জন্য কোনো লোক থাকত না। লাঠি হাতে কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে ভ্রমণ করে বেড়ায়। সংসারে একা দরিদ্র ভিক্ষুক। কোনো দিন খাবার জোটে আবার কোনো কোনো দিন জোটে না। কিন্তু তার দারিদ্রতা তার মনের আনন্দকে হরণ করতে পারে নি। কিন্তু তার মনের আত্মা পড়ে থাকে কৃষ্ণ নামে। মুখে দারিদ্র ভাব থাকলেও মনে আছে গম্ভীর আনন্দ এর সুখ। সে ঠিক করে যে করে হোক কৃষ্ণ দেখা পেতেই হবে। সে মনে করে কৃষ্ণ দেখা না পেলে তার জীবন বৃথা।

তাই সে রওনা হয় মথুরা পথে। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে কেবল মাত্র লাঠি কে অবলম্বন করে মথুরা পথে গমন করে আর মুখে কৃষ্ণ নাম। রাস্তা তে কোনো বাঁধা বিপত্তি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে গভীর অরন্যে প্রবেশ করে। আর রাস্তায় কোনও লোকের দেখা পেলে জিজ্ঞেস করে ভাই মথুরা কতো দূর। কেউ কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেয় আবার কেউ কেউ দেয় না। বন্য পশুর পদধ্বনি শুনলেও জিজ্ঞাস করে মথুরা কত দূর। পথে মাঝে মাঝে কেউ জল দেয়, রুটি দেয়, পথে কেউ কেউ বলে মথুরা তো অনেক দূর তাতেও সে বলে প্রভুর দেখা পেতেই হবে। কঠিন পথ পার হতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তি পার হতে গিয়ে অনেক আঘাত পেয়েছে কিন্তু তাতেও মুখে কৃষ্ণ নাম নিয়ে এগিয়ে চলে।তার মনে আনন্দের জোয়ার মথুরাতে প্রভু কে দর্শন করবে। সব দুঃখ কষ্ট মুছে যায়। গভীর আনন্দ তাকে এত টাই দুর্বল হয়ে যায় যে চলতে চলতে মানুষহীন এক অরন্যে এসে পৌঁছায়। আর লক্ষহীন ভাবে এক কুঁয়োতে পড়ে যায়। কিন্তু সে আনন্দে গান গেয়ে যায় আর মুখে কৃষ্ণ নাম। কিন্তু কয়েক দিন পর ক্ষুধায় তার জীবন অনাড়ম্বর হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সে এক বালক কে দেখতে পেলো, এক ঘটি দুধ নিয়ে বনের মধ্যে যাচ্ছিলো। গো গো শব্দ শুনে আসে। আর একটি লতা দিয়ে তাকে ওপরে তুলে আনে। আর বলে আমার জীবন দাতা তুমি কে, তারপর বালক টি বলে সুর দাস তুমি তিন দিন কিছু খাওনি এই নাও দুধ টুকু খাও।তারপর দুধ পান করে বালকটির হাত ধরতেই তার সারা শরীর রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে এবং নয়ন ভোরে জল পড়তে শুরু করে। সুর দাস বললো বন্ধু এবার পরিচয় দাও এবার। বালকটি বললো আমি গোয়ালার ছেলে। এই পথে মথুরার উদ্দেশে যে সব যাত্রী যায় তাদের তৃষ্ণা দূর করে থাকি। সুর দাস তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো আমি তো সেই গোয়ালার ছেলে কেই করে খুঁজছি। যদি তুমি এসে থাকো তো একবার তোমার শ্রী মুখ খানি দেখাও। বালকটি বললো তুমি তো অন্ধ কি করে দেখবে আমাকে। আচ্ছা আমি তোমাকে দৃষ্টি দান করলাম। চোখে হাত বলাতেই সুর দাসের দৃষ্টি ফিরে আসে, আর সে দেখতে পায় সামনে এক শ্যাম রুপি বালক মাথায় এক ময়ূর পালক, গলাতে বনমালা, কোমরে বাঁশি।সুর দাস মোহিত হয়ে তার পদ চরণে লুটিয়ে পড়ল। বলল দেখা পেয়েছি প্রভু। আমার চোখ আজ ধন্য। আমার প্রথম দেওয়া দৃষ্টি দিয়ে আমি তোমাকেই দর্শন করলাম প্রভু। আজ আমি ধন্য। আর কার রূপ আমি দেখতে চাই না। এই ভাবে সুর দাস শ্রী কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে ছিলেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

ঐশ্বরিয়ার হাত থেকে বিয়ের আংটি উধাও, পুত্রবধূকে আনফলো করলেন অমিতাভ!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগেই অভিষেক বচ্চনের হাত থেকে উধাও হয়েছিল বিয়ের আংটি। সে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও আলোচনা হয়েছে বেশ। এবার দেখা গেল বিয়ের আংটি নেই ঐশ্বরিয়া রায়ের হাতেও। এক প্রতিবদেনে জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পুত্রবধূকে আর অনুসরণ করছেন না অমিতাভ বচ্চন।

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার এই যৌথ আংটি বিসর্জনের ফলে ফের জোরালো হচ্ছে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদের গুঞ্জন। সেই গুঞ্জনে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে অমিতাভের ইনস্টাগ্রামে ঐশ্বরিয়াকে 'আনফলো' করার কাণ্ড।

অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জন গত মাসখানেক ধরে চলছে। সময়ের সাথে সাথে এই দুই তারকা অভিনয় শিল্পীর সংসারিক জটিলতা প্রকাশ্য হচ্ছে।

ননদ শ্বেতা বচ্চনের ছেলে অগস্ত্য নন্দা ও শাহরুখ খানের মেয়ে সুহানা খান অভিনীত প্রথম সিনেমা 'দ্য আর্চিস'র বিশেষ প্রদর্শনীতে ঐশ্বরিয়াকে বিয়ের আংটিবিহীন অবস্থায় দেখা যায়। গত মাসখানেক ধরে বাবার বাড়িতেই থাকছেন ঐশ্বরিয়া। তবে শ্বশুর বাড়ির সবার সঙ্গে ওই সিনেমার প্রদর্শনীতে হাজির ছিলেন তিনি।

২০০৭ সালে বিয়ে করে সংসার শুরু করেন অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। এর মাঝেও বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন চাউর হয়েছিল। তবে সে গুঞ্জন শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকেনি। এবারও এই দম্পতি বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খোলেননি।

ফের কটাক্ষের শিকার দীপিকা

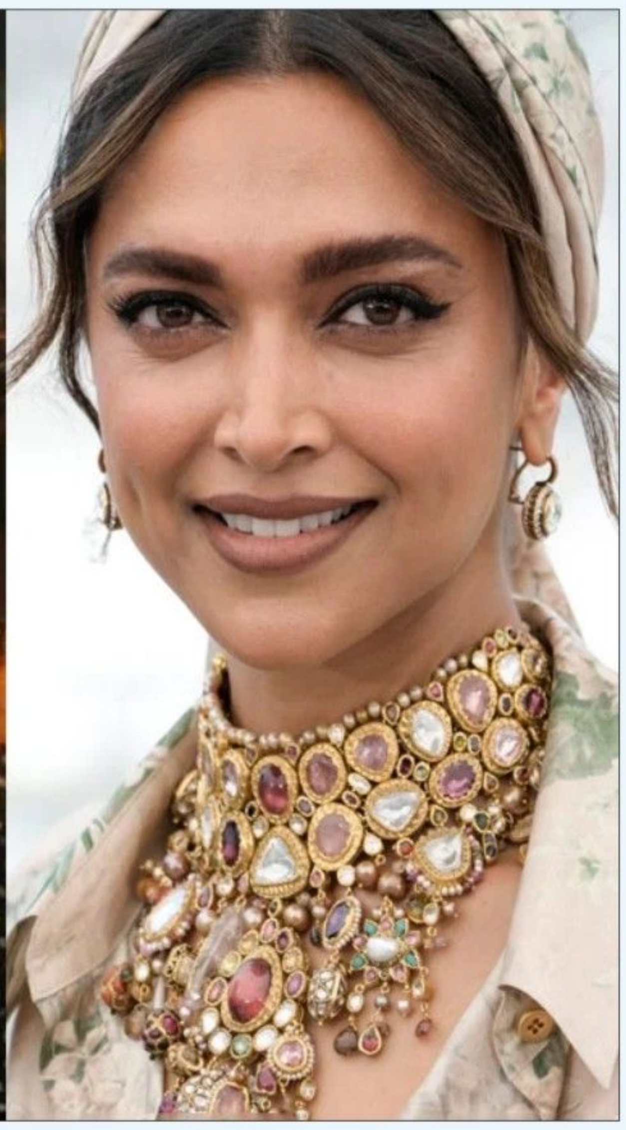

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এ বছরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বলিউড। একাধিক সিনেমা সাফল্য ও প্রশংসা পেলেও কিছু কিছু তারকা অভিনয় নিয়ে কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন বারবার। জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন সেই তালিকায় কিছুদিন আগেই যুক্ত হন।

তার অভিনীত 'পাঠান' সিনেমাটি রেকর্ড গড়লেও একটি গানে নিজেকে খোলামেলাভাবে উপস্থাপন করায়

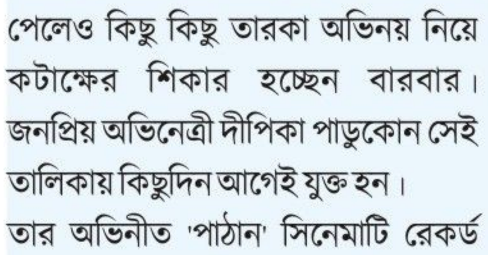

রীতিমতো ট্রলের শিকার হতে হয় তাকে। এর কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্যক্তিজীবন নিয়ে মন্তব্য করেও বেশ বিপাকে পড়েন তিনি। এবার নতুন করে এই পথে হাঁটলেন এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে তার বহুল আলোচিত 'ফাইটার' সিনেমার ট্রেলার। যেখানে 'পাঠান' সিনেমার রূপেই ধরা দিয়েছেন দীপিকা। কেউ কেউ সিনেমাটির নায়ক ঋত্বিক রোশনের সঙ্গে তার রোমান্স ভালোভাবে গ্রহণ করলেও বেশিরভাগই করছেন সমালোচনা। অযাচিতভাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন দীপিকা বলেই মন্তব্য করছেন তারা।

যেমনটা দীপিকার কাছে তারা প্রত্যাশা করেন না। যে কারণে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে তাকে নিয়ে ট্রল করতে দেরি করছেন না নেটিজেনরা। সব মিলিয়ে চলতি বছর দীপিকার সিনেমা সাফল্য পেলেও ব্যক্তিজীবন নিয়ে চলছে নানা হাসি তামাশা। তবে 'ফাইটার' সিনেমা দিয়ে কটাক্ষের শিকার হলেও ট্রেলারে অন্যান্য তারকার উপস্থিতি বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। চমৎকার ভিএফএক্স, অ্যাকশন, ড্রামা, ইমোশন ও দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ এই সিনেমা দর্শকদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে তুলেছে। যা মুক্তির পর বক্স অফিসেও প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন সিনেবোদ্ধারা।

ভিন্ন রকম ৬ গল্পে বাণী কাপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একটি-দুটি নয়, একসঙ্গে ছয়টি ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত বলিউড অভিনেত্রী বাণী কাপুর, যা সমসাময়িক অন্যান্য অভিনেত্রীকে চমকে দেওয়ার মতোই ঘটনা। কারণ একটাই, বাণী কাপুরকে নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না। তার মানে এই নয় যে, অন্যান্য বলিউড অভিনেত্রী থেকে তিনি পিছিয়ে আছেন। বরং এ পর্যন্ত যে ক'টি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন, তার মধ্য দিয়ে কুড়িয়ে নিয়েছেন দর্শক প্রশংসা।

অনিন্দ্য অভিনয়ের জন্য পুরস্কার উঠেছে এ অভিনেত্রীর ঝুলিতে; যার সুবাদে নির্মাতাদের নজর কাড়তেও সময় লাগেনি। এ সময়ের অনেক নির্মাতাই তাদের ছবির জন্য বাণীকেই প্রথম পছন্দের তালিকায় রাখছেন। শুধু তাই নয়, যশরাজ ব্যানারেও কাজ করার সুযোগ হয়েছে তাঁর। বিখ্যাত এ প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের 'মান্ডালা মার্ডার্স' ছবিতে দেখা মিলবে বাণীর।

এছাড়া দীনেশ বিজনের 'সর্বগুণ সম্পন্ন' ছবিতে তিনি থাকছেন প্রধান চরিত্রে। একইভাবে অভিনেতা রাজকুমার রাও-এর সঙ্গে 'বাচপান কা পেয়ার' ছবিতেও মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে এ অভিনেত্রীকে। অদ্ভুত একটি প্রেমের গল্প এ ছবিটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব ধর বাদগাইয়ান; যিনি এর আগে জিতেন্দ্র কুমার অভিনীত রোমান্টিক কমেডি ছবি 'চমন বাহার' নির্মাণ করেছিলেন। সে হিসেবে 'বাচপান কা পেয়ার' ছবিতে অভিনয় মানেই বাণীর ক্যারিয়ারকে শক্তিশালী করে নেওয়ার সুযোগ।

অভিনেত্রী নিজেও চেষ্টা করে যাচ্ছেন নিজের সেরা অভিনয় দিয়ে প্রতিটি ছবির চরিত্রগুলো দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার। সে কথা ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি স্বীকারও করেছেন। এর বাইরে আরও যে তিনটি ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন, তার চরিত্রগুলো আত্মস্থ করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

বাণীর কথায়, 'কাছাকাছি সময়ে ছয়টি ভিন্ন রকম গল্প ও চরিত্রে কাজ করার সুযোগ পাওয়া সৌভাগ্যের। অনেকেই এমন সুযোগ পান না। তাই মনপ্রাণ উজাড় করে নিজের সেরা অভিনয়টা তুলে ধরার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সেই সাহস ও প্রেরণা জোগাচ্ছেন প্রতিটি ছবির নির্মাতা ও সহশিল্পীরা। আমার প্রতি তাদের যে বিশ্বাস, সেটি যেন ভেঙে না যায়, তার জন্য প্রতিটি কাজই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি। কারণ আমি নিজেও চাই, ভালো কাজের মধ্য দিয়েই দর্শক হৃদয়ে জায়গা করে নিতে।'

এবার ইমরান হাশমীকে নিয়ে মুখ খুললেন তনুশ্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার ইমরান হাশমী ও তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ অভিনয় নিয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত। এ নিয়ে নতুন করে আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। ইমরানের সঙ্গে তনুশ্রীর শুরুটা ২০০৫ সালে। তখন 'আশিক বনায়া আপনে' ছবিতে ছিল বেশ কিছু সাহসী দৃশ্য। পরে 'চকোলেট : ডিপ ডার্ক সিক্রেটস' (২০০৫) এবং 'গুড বয়, ব্যাড বয়' (২০০৭) ছবিতেও তারা ছিলেন। তবে 'আশিক বনায়া আপনে' ছবির অন্তরঙ্গ দৃশ্য নিয়ে এখনো চর্চা হয়।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তনুশ্রী বলেন, ইমরানের সঙ্গে চুম্বন নাকি বেশ অস্বস্তিদায়ক ছিল। ইমরানের সঙ্গে পর্দার বাইরে নাকি কোনও রসায়নই ছিলো না তার। ইমরানকে নিয়ে একটি ধারণা রয়েছে দর্শকদের যে, চুমুর দৃশ্যে অভিনয় করতে তার মতো নাকি কেউ পারেন না। 'সিরিয়াল কিসার' বলেও ডাকা হয় বি-টাউনের এই অভিনেতাকে। তবে তনুশ্রীর অবশ্য ভিন্ন মত। তিনি জানান, ইমরান নাকি একেবারেই ভাল নন চুম্বনের ক্ষেত্রে।

তনুশ্রী বলেন, ইমরান আমার জন্য শুধুই একজন সহ-অভিনেতা। আমি ওর সঙ্গে তিনটি সিনেমা করেছি। 'চকোলেট'-এও একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল। সেটা যদিও পরে ব্যবহার করা হয়নি। প্রথম ছবিতে ওর সঙ্গে চুমুর দৃশ্য একেবারেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। পরে অস্বস্তি আরও বাড়ে। আমাদের পর্দার বাইরে আসলে কোনও রসায়নই নেই। ওর একটা 'কিসার বয়' ভাবমূর্তি রয়েছে ঠিকই।

দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ

সিকান্দার রাজা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক সিকান্দার রাজা আয়ারল্যান্ডের কুর্টিস ক্যাম্ফার ও জশ লিটলের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। সে কারণে রাজা ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়ে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে যান ও জরিমানা গুণেন। পাশাপাশি জরিমানা করা হয়েছে ক্যাম্ফার ও লিটলকেও।

প্রথম ম্যাচে রাজার অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ১ উইকেটে জয় পেয়েছিল জিম্বাবুয়ে। রাজা ব্যাট হাতে ৬৫ ও বল হাতে ২৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নিয়েছিলেন। রান তাড়া করার সময় ১৪তম ওভারে রাজা আয়ারল্যান্ডের লিটল ও ক্যাম্ফারের সঙ্গে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। আম্পায়ার এসে থামান তাকে। এই ঘটনায় রাজাকে দু'টি ডিমেরিট পয়েন্ট দেওয়া যায়। তাতে ২৪ মাসের মধ্যে তার মোট পয়েন্ট ৪ হয় এবং দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে যান। পাশাপাশি তাকে ম্যাচ ফি'র ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে লিটল ও ক্যাম্ফারকে ১৫ শতাংশ জরিমানা করা হয়। তাদের একটি করে ডিমেরিট পয়েন্টও দেওয়া হয়।

বেটিসের মাঠে জয়হীন রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আবারও রিয়াল বেটিসের মাঠ থেকে জয়বঞ্চিত হয়েই ফিরতে হয়েছে স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদকে। লা লিগায় দুই রিয়ালের ম্যাচটি শেষ হয়েছে ১-১ গোলের সমতা নিয়ে।

শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে উভয় দলই পয়েন্ট টেবিলে নিজেদের অবস্থান জোরালো করার লক্ষ্যে নেমেছিল। রিয়ালের সামনে নিজেদের শীর্ষস্থান আরও শক্ত করার সুযোগ ছিল। পয়েন্ট ভাগাভাগি হওয়ার পর, ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে এখনও সবার ওপরে রিয়াল। তবে টপকে যাওয়ার বেশ ভালো সুযোগ জিরোনার সামনে, এক ম্যাচ কম খেলেও দলটির পয়েন্ট ৩৮। ১৫ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা তিন নম্বরে রয়েছে।

রিয়ালকে প্রথমে লিড এনে দেওয়া গোলটি করেছেন সাম্প্রতিক সময়ে ক্লাবটির বড় পোস্টারবয় জ্যুড বেলিংহ্যাম। তবে তা নিয়ে আর তাদের শেষ হাসি হাসা হয়নি। বেটিসের হয়ে ম্যাচে সমতা টানেন আইকর রুইবাল।

রিয়ালের হয়ে প্রায় প্রতিটি ম্যাচে ত্রাতার ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি বেলিংহ্যামের নামই খুঁজে পাওয়া যাবে। ম্যাচের ডেডলক ভাঙা গোলটিও আসে এই ইংলিশ মিডফিল্ডারের পা থেকে। ম্যাচের ৫৩ মিনিটে দিয়াজের বাড়ানো থ্রু বল বুক দিয়ে নামিয়ে নিচু শটে বেলিংহ্যাম বল জালে জড়িয়ে দেন। যা এবারের লা লিগায় গোলদাতার তালিকায় তার শীর্ষস্থান আরও জোরালো করল। এ নিয়ে ১৪ ম্যাচে ১২ গোল করলেন বেলিংহ্যাম। অল্প সময়ের ব্যবধানে রদ্রিগোর গোলে দ্বিগুণ লিড পেতে পারত রিয়াল। তবে ব্রাজিল ফরোয়ার্ডের কোণাকুণি শট পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়।

ফলে আর লিড ধরে রাখা হয়নি সফরকারীদের। ৬৬ মিনিটেই তাদের হতাশায় ডুবিয়ে বেটিসকে জোরালো শটে সমতায় ফেরান রুইবাল। এরপর দারুণ বাঁকানো ফ্রি কিকে টনি ক্রুসের প্রায় নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন বেটিস গোলরক্ষক। এরপর আর কেউ গোলের দেখা পায়নি। ইসকোর হেড পোস্টে লেগে ফিরলে রিয়াল ভাগ্যের জেরে বেঁচে যায় হারের হাত থেকে। মুখোমুখি দেখায় সর্বশেষ দুই ম্যাচে ১-১ সমতায় নিয়ে ফিরল দু'দল।

১৬ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে

সিরিজ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৬ বছর পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ওয়ানডে সিরিজ (২-১ ব্যবধানে) হারল ইংল্যান্ড। আর ঘরের মাটিতে ইংলিশদের বিপক্ষে ২৫ বছর পর সিরিজ জয় ক্যারিবিয়ানদের। গতকাল তিন ম্যাচ সিরিজের শেষ ম্যাচে ডিএলএস মেথডে ৪ উইকেটে জিতে নেয় স্বাগতিকরা।

ব্রিজটাউনে বৃষ্টির আসা-যাওয়ার মাঝে টস জিতে ইংল্যান্ডকে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক শেই হোপ। অভিষিক্ত ম্যাথু ফর্দের বোলিং তোপে ধসে পড়ে ইংলিশদের টপ অর্ডার। সেখান থেকে বেন ডাকেটের ফিফটিতে ৪০ ওভারে ২০৯ রানের সংগ্রহ দাঁড় করায় সফরকারীরা। ৭৩ বলে ৭১ রান করেন ডাকেট। এছাড়া ৪৫ রান আসে লিয়াম লিভিংস্টোনের ব্যাট থেকে। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে মাত্র ২৯ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন ডানহাতি পেসার ফর্দ। এছাড়া আলজারি জোসেফ তিনটি ও রোমারিও শেফার্ডের শিকার দুটি উইকেট। ফের বৃষ্টির কারণে ডিএলএস মেথডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৪ ওভারে ১৮৮ রান। কিসি কার্টির ফিফটি ও অ্যালিক অ্যাথানেজের ৪৫ রানে জয়ের পথেই ছিল স্বাগতিকরা। কিন্তু মিডল অর্ডারদের ব্যর্থতায় ১৩৫ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে। তবে এরপর অভিষিক্ত ফর্দেকে নিয়ে হাল ধরেন রোমারিও শেফার্ড। অবিচ্ছিন্ন ৫৬ রানের জুটি গড়ার পথে ২৮ বলে ৪১ রানে ঝড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। বোলিংয়ের পর ব্যাটিংয়ে অপরাজিত ১৩ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলায় ম্যাচসেরা হয়েছেন ফর্দে। তিন ম্যাচে ১৯২ রান করে সিরিজসেরা ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শেই হোপ।

এদিকে, একই মাঠে আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

বোর্নমাউথের কাছে

ইউনাইটেডের লজ্জার হার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক ম্যাচে জয় তো পরেরটিতে হার। এভাবেই যাচেছ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আগের ম্যাচে চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল তারা। শনিবার ওল্ড ট্রাফোর্ডকে স্তব্ধ করে বোর্নমাউথ জিতেছে ৩-০ গোলে। এতে ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার ম্যানইউর মাঠে জিতলো বোর্নমাউথ।

এদিন আক্রমণে ধার ছিল না ইউনাইটেডের। এতে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডোমিনিক সোলাঙ্কের গোলে পঞ্চম মিনিটেই এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। স্বাগতিকরা দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া ছিল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরও দুটি গোল হজম করে তারা। ফিলিপ বিলিং ও মার্কোস সেনসেই হেড করে জাল কাঁপান। চতুর্থ গোল খেয়েছিল ম্যানইউ। কিন্তু ড্যাঙ্গো ওউয়াত্তারার হাতে লেগে বল জড়ায়। ভিএআর দেখে গোলটি বাতিল করেন রেফারি। এর মধ্যে ৮৪ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। যে কারণে লিগে পরের ম্যাচে লিভারপুলের বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন না এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডার।

এই ম্যাচটা জিতলে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ পাঁচে ওঠার সুযোগ ছিল ইউনাইটেডের। ১৬ ম্যাচ শেষে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে দলটি পড়ে রইল ছয়েই। এবারে লিগে ইউনাইটেডকে নবম হার উপহার দেওয়া বোর্নমাউথের পয়েন্ট সমান ম্যাচে ১৯। ১৩ নম্বরে উঠে এসেছে দলটি।

জনসনের জবাবে অবশেষে

মুখ খুললেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাবেক সতীর্থ মিচেল জনসনের তীব্র সমালোচনার জবাবে অবশেষে মুখ খুলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ইটের জবাবে পাটকেল ছোড়েননি তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন তিন টেস্টের সিরিজ দিয়েই এই সংস্করণকে বিদায় জানানোর ঘোষণা আগেই দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞ ওপেনার ওয়ার্নার। সাদা পোশাকে ফর্মে না থাকার পরও সিরিজের প্রথম টেস্টের দলে ওয়ার্নার জায়গা পাওয়ায় ক্ষোভ উগরে দেন সাবেক অসি পেসার জনসন।

বল টেম্পারিং-কাণ্ডে ওয়ার্নারের জড়িত থাকার ব্যাপারটি সামনে এনে তিনি দাবি করেন, একজন খলনায়কের এভাবে অবসর নেওয়ার অধিকার নেই। এ নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে উত্তপ্ত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট। জনসনের আক্রমণাত্মক বক্তব্যের সমালোচনা করে বর্তমান ও সাবেক সতীর্থদের অনেকেই ওয়ার্নারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

অবশেষে আলোচিত এই ইস্যুতে শুক্রবার প্রথম মুখ খুলেছেন ওয়ার্নার। হেসেই উড়িয়ে দিলেন ওয়ার্নার বললেন, এমন শিরোনাম ছাড়া গ্রীষ্ম জমে নাকি! সবারই নিজস্ব মতামত আছে। ব্যাপারটা এমনই। এখন সামনে তাকাতে গেলে আমরা ভালো একটি টেস্টের জন্য মুখিয়ে আছি।

বায়ার্নের অপরাজেয় দৌড়

থামিয়ে দিল ফ্রাঙ্কফুর্ট

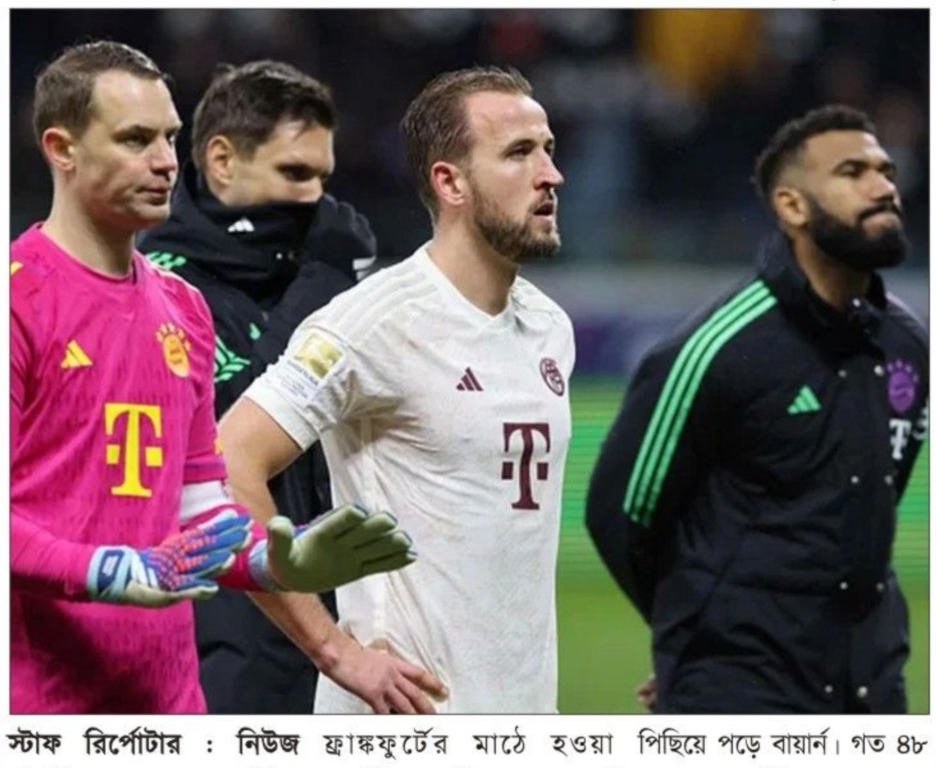

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুরন্ত ছন্দে এগিয়ে চলা বায়ার্নের অপরাজেয়-দৌড় থামিয়ে দিয়েছে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্ট, জিতেছে ৫১ গোলে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বায়ার্নকে শুধু মৌসুমের প্রথম হারের তেতো স্বাদই দেয়নি, ৪৮ বছরের পুরোনো এক স্মৃতিও ফিরিয়ে এনেছে। ১৯৭৫ সালে বায়ার্নকে ৬-০ গোলে হারানোর পথে প্রথমার্ধেই ৫ গোল করেছিল ফ্রাঙ্কফুর্ট। সেই স্মৃতি ফিরিয়ে এনে এবার বায়ার্নের জালে ৬০ মিনিটের মধ্যে ৫ গোল দিয়েছে দলটি।

গত ৪৮ বছরে লিগে আর কোনো দল বায়ার্নকে এত কম সময়ের মধ্যে ৫ গোল দিতে পারেনি।

ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠে হওয়া ম্যাচটিতে স্বাগতিকেরা প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় ৩-১ গোলে। ১২তম মিনিটে ওমর মারমোশ, ৩১তম মিনিটে জুনিয়র দিনা এবিম্বে এবং ৩৬তম মিনিটে হুগো লারসন গোল করেন। ৪৪তম মিনিটে বায়ার্নের হয়ে এক গোল শোধ দেন ইয়োশুয়া কিমিখ। বিরতির পর প্রথমার্ধের আক্রমণাত্মক ধারাই ধরে রাখে ফ্রাঙ্কফুর্ট। ৫০ মিনিটে দায়োত উপামেকানোর ভুল কাজে লাগিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টের চতুর্থ ও ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোল করেন ফরাসি মিডফিল্ডার এবিম্বে। এখানেই শেষ হয়নি। ৬০ মিনিটে আনসগার নাউফও গোল করলে ৫-১ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ে বায়ার্ন। গত ৪৮ বছরে ফ্রাঙ্কফুর্টই প্রথম দল যারা ম্যাচের প্রথম এক ঘণ্টায় বায়ার্নের জালে ৫ বার বল পাঠিয়েছে।

পরের আধা ঘণ্টায় বায়ার্ন কোনো গোল করতে না পারায় বড় ব্যবধানের হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় টমাস টুখেলের দলকে। একুশ শতকে এ নিয়ে চতুর্থবার লিগে ৪ বা এর বেশি গোলে হারল বায়ার্ন। যার মধ্যে দুটিই ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে (অন্যটি ২০১৯ সালে ৫-১)।

বুন্দেসলিগায় ১৩ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে বায়ার্নের অবস্থান দুই নম্বরে। সমান ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বায়ার লেভারকুসেন।

দুই বছর পর

জাতীয় দলে আন্দ্রে রাসেল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন আন্দ্রে রাসেল। অবশেষে দুই বছর পর তাকে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের উইন্ডিজ দলে ডাকা হয়েছে। পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ক্যারিবীয়ানদের স্কোয়াড।

সম্প্রতি ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার রাসেল আরব আমিরাতের টি-টেন ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে ব্যস্ত সময় পার করেছেন।

আগামী বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর বসবে। তার আগে ঘরের মাঠে এই সিরিজ আয়োজন সফলভাবে সম্পন্ন করতে চায় আয়োজক ক্যারিবীয়রা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি-টোয়েন্টি স্কোয়াড

রভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), শাই হোপ (সহ-অধিনায়ক), রসটন চেইজ, ম্যাথু ফর্ড, শিমরন হেটমায়ার, নিকোলাস পুরান, জেসন হোল্ডার, আকিল হোসেন, আলজারি জোসেফ, ব্রেন্ডন কিং, কাইল মায়ার্স, গুদাকেশ মোতি, আন্দ্রে রাসেল, শার্পেন রাদারফোর্ড ও রোমারিও শেফার্ড।

ইলিয়ট জেতালেন

লিভারপুলকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমে গোল খেয়েও শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে ক্রিস্টাল প্যালেসকে হারিয়ে দিয়েছে লিভারপুল। এর মধ্যে যোগ করা সময়ে দারুণ এক শটে জয়সূচক গোলটি করেন বদলি হিসেবে নামা তরুণ মিডফিল্ডার হার্ভে ইলিয়ট। এর আগে অলরেডসদের সমতায় ফেরান মোহামেদ সালাহ, যা লিভারপুলের পক্ষে মিসরীয় তারকার ২০০তম গোল। এ জয়ের ফলে ১৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে গেছে লিভারপুল। ১৫ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আর্সেনাল। তবে জিতলেও সেরা একাদশের কয়েকজন না থাকায় শুরুতে ভালো খেলেনি লিভারপুল। ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ক্রিস্টাল প্যালেসের পক্ষে গোল করেন মাতেতা। ৭৬ মিনিটে দারুণ এক আক্রমণ থেকে সমতা ফেরান সালাহ। প্রিমিয়ার লিগে এটা তাঁর ১৫০ নম্বর গোল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR